GURU SHISYA-SANGBAD

PART I.

BY

SHYAMA CHARAN BHATTACHARJYA.

Head Master, Bhatpara School.

গুরুশিষ্য সংবাদ।

প্রথম সংখ্যা

বা

ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত

ভু-পরিচয়।

অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের পাঠার্থ

শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

CALCUTTA,

সিমলা ২০ নং সুকিয়াস ষ্ট্রীট

বিজ্ঞান যন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

ভূগোল শিক্ষার্থ যে সমস্ত পুস্তক বিদ্যালয় সমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রায়ই এক পথ অবলম্বনে সংগৃহীত। এরূপ নীরস গ্রন্থ অভ্যাস করা অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের পক্ষে অতি দুরূহ, কেবল শিক্ষকদিগের উত্তেজনায় তাহারা অতি কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ অভ্যাস করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল লাভ হয় না। উহা পদ্যে লিখিত হইলে তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে ও আনন্দের সহিত পাঠ ও কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে, এই বিবেচনায় ইহা পদ্যে প্রকাশ করা গেল। নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকেরা আসিয়া, ইয়ুরোপ ও ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত বিশেষ বিবরণ, এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার সংক্ষেপ বিবরণ জানিলেই যথেষ্ট হইবে বিবেচনায় তদ্রূপ প্রণালীতে রচিত হইল। এই পুস্তক সাহিত্যের মত পাঠ করিলে বালকদিগের পদ্যপাঠ ও ভূগোলশিক্ষা এই দুই খানি পুস্তক পাঠের কার্য্য হইবে। এক্ষণে এই পুস্তক বালকদিগের কথঞ্চিৎ উপকার জনক হইলে, ভূবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ এই পথ অবলম্বনে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

কাঁটালপাড়া,
নৈহাটী পোষ্ট আফিস
সন ১২৯৩ সাল, ১৮ই ফাল্গুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

গুরুশিষ্য সংবাদ।

উপক্রমণিকা।

শিষ্য। আমরা যাহার 'পরে খেলিতেছি সবে,
জীব জন্তু চরিতেছে, আমোদ উৎসবে,
তাহার বিষয় দেব! জানিতে বাসনা,
পরিচয় দিয়া মম পুরাও কামনা।

গুরু। জল স্থল যত, দেখ চারি দিকে,
পৃথিবী বলিয়া জানিহ ইহাকে।
এই যে পৃথিবী, বর্ত্তুল আকার,
জীব জন্তু যত প্রাণীর আধার;
দেখিতে সুস্থির, নাহি যেন গতি,
কিন্তু নহে তাহা, ঘোরে দ্রুত অতি;
বরষ ব্যাপিয়া করিয়া ভ্রমণ,
তপন মণ্ডল করিছে বেষ্টন।
তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল,
পৃথিবী ব্যাপিয়া রয়েছে সকল।

কত নদ, নদী, সাগর, বন্দর,
দ্বীপ, উপদ্বীপ, কত মহীধর,
দেশ, মহাদেশ, যোজক, প্রণালী,
অন্তরীপ, হ্রদ, আর মরুস্থলি,
কত রাজধানী, নগর, প্রান্তর,
বিভিন্ন আকার, জাতি বহুতর।
কতই সাম্রাজ্য, ধর্ম্ম নীতি কত,
ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভাষা নানা মত;
বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উড়িয়া, পাঞ্জাবী,
ইংরাজি, লাটীন, ফারসি, আরবী;
এই রূপ কত, লেখা নাহি যায়,
হতেছে, যেতেছে, তাঁর মহিমায়,
নমঃ সেই জনে, সৃজিল যে জন;
জীব জন্তু পূর্ণ এহেন ভুবন!

শিষ্য। জল স্থল দেখি বিভিন্ন আকার,
কহ গুরুদেব! কি নাম কাহার?

গুরু। একাধারে নানা রাজ্য, আর নানা জাতি,
বিস্তীর্ণ সে ভূভাগের "মহাদেশ" খ্যাতি।
মহাদেশ অংশ মাত্রে "দেশ" কহা যায়,
জলেতে বেষ্টিত স্থল, "দ্বীপ" আখ্যা পায়।
"উপদ্বীপ" যেরা আছে তিন দিক জলে,
উপদ্বীপ অগ্রভাগ "অন্তরীপ" বলে।
বড় বড় দুই জমি যাহে সংযোজিত,
"যোজক" বলিয়া তাহা ভূগোলে কথিত।

প্রস্তরে নির্ম্মিত দেহ সমুন্নত কায়,
এমন অত্যুচ্চ স্থলে "গিরি" কহা যায়।
যে ভূভাগে জল কিম্বা নাহি বৃক্ষাবলি,
বালুকা প্রস্তর পূর্ণ সেই "মরুস্থলি"।
যে বিস্তীর্ণ জল রাশি ধরা ঘেরি রয়,
তাহাই "সাগর মহা" জানিবে নিশ্চয়।
তাহা হতে ক্ষুদ্র হলে "সাগর" বলিবে,
উভয়েরি লবণাম্বু স্মরণ রাখিবে।
যে জলের তিন দিক ঘেরা আছে স্থলে,
তাহে যাদুমণি, "উপসাগর" যে বলে
দুই বড় জল ভাগ যোগ করে যাহা,
"প্রণালী" বলিয়া বাছা জানিবে কো তাহা।
যেই জল ভাগ আছে স্থলেতে বেষ্টন,
"হ্রদ" নামে খ্যাত তাহা আছে অনুক্ষণ।
পর্ব্বতাদি হতে জন্মি সাগরে মিশায়,
সেই জল স্রোতে "নদী" নাম দেয়া যায়।
যেই নদী আসি মিশে অন্য নদী সনে,
তাহারে "করদ"* নামে ডাকে সর্ব্বজনে।
যে নদী অপর নদী হতে জন্ম পায়,
"শাখা নদী" নাম দেয় পণ্ডিতে তাহায়।

শিষ্য। দেখি নাই কোন স্থলে মরু বা সাগর,
কেমনে চিনিব তাহা কহ সুধীবর;

---

* করদ বা উপনদী।

দেখিতেছি মানচিত্র সম্মুখে লম্বিত,
কি আঁকা ভাবিয়া আমি হতেছি স্তম্ভিত।

গুরু। মানব আকৃতি দেখ ছবিতে যেমন,
চোখ, মুখ, কাণ আঁকা, ইহাও তেমন;
সাগর, পর্ব্বত, মরু, জল কিম্বা স্থল,
সুকৌশলে বিচিত্রিত দেখহ সকল।
মানচিত্র সম্মুখেতে দাঁড়াবে যখন,
উপরে উত্তর, নিম্নে দক্ষিণ তখন।
ডানিহস্ত দিকে তব, পূর্ব্বদিক্ হয়,
বামেতে পশ্চিম ইহা জানিবে নিশ্চয়।

শিষ্য। পৃথিবীতে জল স্থল দেখি ভিন্নাকার,
কি নাম কাহার বলি ঘুচাও আঁধার।

গুরু। এই যে পৃথিবী, প্রকাণ্ড আকার,
প্রধানতঃ আছে তিন ভাগ তার।
ওসেনিয়া আর মহাদ্বীপ দ্বয়,
নূতন, প্রাচীন বলি যারে কয়।
নবমহাদ্বীপে জানিবে বিশেষ,
উত্তর, দক্ষিণ আমেরিকা দেশ।
যুরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা এ তিন,
আছয়ে প্রাচীন মহাদ্বীপাধীন।
এতিন ভিতরে আসিয়া প্রধান,
বিস্তর বসতি, আকারে প্রমাণ।
তাহার পশ্চিমে ইউরোপ রয়,
ক্ষুদ্র কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধনমানে হয়।

আছে এক জাতি তার এক কোণে,
ভারত কাঁপিছে যাহার শাসনে।
দক্ষিণে তাহার আফরিকা দেশ,
মরুময় আর অরণ্য বিশেষ।
ছোট বড় দ্বীপ লয়ে বহুতর,
ওসেনিয়া নাম, খ্যাত চরাচর।
অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ তাহার ভিতরে,
ভারত, প্রশান্ত সমুদ্র মাঝারে।
সুবিস্তৃত স্থান অসভ্যের বাস,
ইদানি ইংরাজ উপনিবাস।
অতঃপর শুন বৎস জল বিবরণ,
কাহার কি নাম তাহা রাখিহ স্মরণ।
পৃথিবী ঘেরিয়া আছে অনন্ত সাগর,
সুনীল বরণে তাহা কিবা শোভাকর।
উত্তরে, দক্ষিণে বাছা! সে মহাসাগর,
নির্ণিতে তাহার সীমা নাহি পারে নর।
কেবল বরফ রাশি স্তূপাকারে আছে,
প্রাণভয়ে কেহ নাহি যায় তার কাছে।
উপরে বরফ রাশি নীচে জলময়,
জলচর, স্থলচর, এক স্থানে রয়।
সাগর উপরে চরে স্থলচর যত,
এইত নূতন কথা, কব আর কত।
এহেন আশ্চর্য্য কথা কার মনে লয়,
বার মাসে একবার দিন রাত হয়।

এহেন উত্তর আর দক্ষিণ সাগর,
বুঝিতে তাদের তত্ত্ব কভু যায় নর।
প্রশান্ত সাগর নামে যে মহাসাগর,
আসিয়া ও আমেরিকা করিছে অন্তর,
তার মাঝে কত শত দ্বীপ শ্রেণী আছে,
কেহ বা প্রকাণ্ড হেতু সাম্রাজ্য হয়েছে।
প্রবালের কীর্ত্তি কত আছে এই খানে,
দীর্ঘোচ্চ প্রবাল গিরি শোভে স্থানে স্থানে।
ভারত দক্ষিণ দিকে আছে যে সাগর,
ভারত সাগর নামে খ্যাত নিরন্তর।
ইউরোপ, আমেরিকা, পৃথক করিয়া,
আটলান্টি আছে নীজ দেহ বিস্তারিয়া।
সৃজিলেন বিধি এক অনন্ত সাগরে,
পাঁচ স্থানে পাঁচ নাম দিল সব নরে।

প্রথম অধ্যায়।

আসিয়া বৃত্তান্ত।

শিষ্য। কিরূপ আসিয়া খণ্ড, কোন কোন জাতি,
কিরূপ প্রকারে তথা, করয়ে বসতি।
কোনদিকে কোন দেশ আছয়ে তথায়,
প্রকাশ করিয়া দেব! বলহ আমায়।

গুরু। চারি মহাদেশ মাঝে, আসিয়া প্রধান,
আকারে বৃহত অতি, আদি সভ্য স্থান।
এই স্থানে আর্য্য জাতি লইল জনম,
শিখেছিল সবা আগে ধরম করম।
যখন ইংরাজ জাতি উলঙ্গ বেড়ায়,
বন্য পশু ধরি আনি কাঁচা মাংস খায়,
কাটাত জনম সদা পর্ণের কুটীরে,
না জানিত ধর্ম্ম কর্ম্ম সভ্য ব্যবহারে;
সেই কালে আর্য্য জাতি সভ্যতা শিখিল,
বিদ্যা, ধন, মানাদির সোপান গাঁথিল।
দেখিত কতেক গ্রহ উঠিতে আকাশে,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেত অনায়াসে।
খ্রীষ্ট ধর্ম্ম মতে যাক আদি নারী নরে,
স্বজিলেন জগদীশ আসিয়া ভিতরে;
এই স্থানে নামিলেন যিশু স্বর্গ হতে,
প্রচারিতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, পাপী উদ্ধারিতে।
মহম্মদ, বুদ্ধদেব আর কত জন,
পরম ধার্ম্মিক সাধু আবির্ভূত হন।
স্বয়ং ব্রহ্ম সনাতন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে,
কতবার আবির্ভূত ভারত ভূমিতে।
চতুর্দ্দশ ভাগে ইহা বিভাজিত হয়,
শুন বাছা কোন ভাগ কোন দিকে রয়।
উত্তরে আছয়ে সাইবিরিয়া বিস্তৃত,
তিব্বত, তাতার দ্বয় মধ্য ভাগে স্থিত।

দক্ষিণে বেলুচিস্থান, পারস্য, কাবুল,
পূর্ব্বে উপদ্বীপ আর ভারত অতুল।
পশ্চিমে বিরাজে দেশ তুরস্ক, আরব,
কোরিয়া, জাপান, চীন, পূর্ব্বে আছে সব
কত কত ক্ষুদ্র রাজ্য আছে ইথে আর,
পশ্চাতে কহিব বাছা! শুনিবে বিস্তার।

শিষ্য। যতই বলিছ দেব! এসব-ব্যাপার,
জানিতে বাসনা তত বাড়িছে আমার।
এসিয়া বৃত্তান্ত এবে কহি সবিস্তার,
দূর কর মহাশয়, মনের আঁধার।
দয়া করি কহ গুরো, যোজক, প্রণালী,
অন্তরীপ, হ্রদ আর গিরি, দ্বীপস্থলি।
ইহাতে এতেক আছে কিছুই জানি না,
কৃপা করি শিখাইয়া পুরাও কামনা।

গুরু। মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, দ্বীপ আন্দামান,
নিকোবর, সিঙ্গাপুর, সিংহল, পিনান,
শোভিতেছে এই সব ভারত সাগরে;
দুর্লভ মুকুতা জন্মে সিংহলের ধারে।
মলক্কাস, ফিলিপিণ আর বোরণিয়া,
সাম্বাদ্বীপপুঞ্জলয়ে কহে ম্যালেসিয়া;
ম্যালেসিয়া * অষ্ট্রেলিয়া আদি শোভা করে,
ভারত, প্রশান্ত দুই সমুদ্র মাঝারে।

---

* সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি।

সাগালিন, ফরমোজা, হানান, জাপান,
প্রশান্ত সাগরে সব আছে বিদ্যমান।
লিয়াখোব শোভিতেছে উত্তর সাগরে ;
সৈপ্রস, রোদস ভাসে ভূমধ্য উপরে।

উপদ্বীপ।

ভারতের দাক্ষিণাত্য এক উপদ্বীপ,
বর্ম্মা আদি * দেশে কহে পূর্ব্ব উপদ্বীপ।
তুরস্ক পশ্চিম ভাগে আসিয়ামৈনার,
আরব দক্ষিণ অংশ, উপদ্বীপাকার।
চীনতাতারের পূর্ব্বে কোরিয়া আছয়,
সৈম্বিরিয়া পূর্ব্বভাগে কামস্কাট কা রয়।

অন্তরীপ।

কুমারিকা অন্তরীপ ভারত দক্ষিণে,
রাসলহাদ্ আরবের আছে পূর্ব্ব কোণে।
তুরস্ক পশ্চিমভাগে বেবা অবস্থিত,
গ্রীক্ষের দক্ষিণ অংশে, নিগ্রেস স্থাপিত।
রোমানিয় মালবের দক্ষিণ প্রান্তরে,
বোজেদর ফিলিপিন দ্বীপের উত্তরে।
আসিয়া ঈশানে আছে পূর্ব্ব অন্তরীপ।
লোপাট্কা উপরে কামস্কাট্কা উপদ্বীপ।

যোজক।

আসিয়া ও আফরিকা দুই মহা দেশ,
"সুয়েজ" † তাহার মাঝে করে সন্নিবেশ।

---

* বর্ম্মা, শ্যাম, মালয়, টাঙ্কিন, লেয়স
† এক্ষণে ইহা কাটিয়া খাল করা হইয়াছে।

একদিকে শ্যাম দেশ অপরে মালয়,
এ দুই করিয়া যোগ "ক্রা" যোজক রয়।

পর্ব্বত।

ভারত উত্তরে আছে হিমালয় গিরি,
মস্তকে বরফ রাশি রখিয়াছে ধরি।
পূরব, পশ্চিম ঘাট, আর নীল গিরি,
দক্ষিণ ভারতে আছে মাথা উচ্চ করি।
বিন্ধ্যাচল ভারতের আছে মধ্য স্থলে;
হিন্দুকুশ আর ঘর, তাতারের তলে।
এলবর্জ্জ, কাস্পিয়ান সাগরের তীরে,
আল্টাই পর্ব্বত শ্রেণী রুষিয়া কিনারে।
রুষিয়ার পূর্ব্বদিকে আছে আলডান,
চীন তাতারেতে আছে গিরিকিযুন্‌লান।
কৃষ্ণ ও কাস্পীন মাঝে আছে ককেসস,
তুরস্কের মধ্য দিয়া গিয়াছে টরস।
এই দেশে আরারাট আর লিবেনান,
ভারত পশ্চিমে বাছা! রহে সোলেমান।
সিনাই, হোরেব নামে ক্ষুদ্র গিরি দ্বয়,
আরব উত্তর ভাগে পাশাপাশি রয়।

সাগর ও উপসাগর।

তুরস্ক পশ্চিমে আছে লিবাঁত সাগর,
কারা আর ওবি আছে রুষের উত্তর।

আরবের পশ্চিমেতে লোহিত সাগর,
আরব ভারত মাঝে, আরব সাগর।
পারস্য দক্ষিণে রহে পারস্য সাগর,
সামান্য সাগর নহে, মুক্তার আকর।
বঙ্গোপসাগর আছে বঙ্গের দক্ষিণে,
কত কত নদ নদী মিশে তার সনে।
ভারত দক্ষিণে বাছা, আছয়ে মান্নার,
রুষিয়ার পূর্ব্বদিকে আছে আনেডার।
টঙ্কিন উপসাগর চীনের দক্ষিণে,
শ্যামের দক্ষিণে শ্যাম শোভে নিশি দিনে।
এক ধারে চীন দেশ, কোরিয়া অপরে,
পীত সাগরের জল মাঝে নৃত্য করে।
ওকটস্ক সাগরের পূরবে রুষিয়া,
জাপান সাগর ধারে, রহে মাঞ্চুরিয়া।

প্রণালী।

"বেরিং" প্রণালী নামে সূক্ষ্ম জল পথে,
আমেরিকা ভিন্ন হয় আসিয়া হইতে:
আরব আফ্রিকা মাঝে 'বাবেলমান্দব,'
মিলায় সাগর দ্বয় লোহিত, আরব।
পারস্য আরবে মিলে, 'অরমস' দিয়া,
পীত ও জাপান মাঝে আছয়ে 'কেরিয়া'।
বরনিও সিলিবিস মাঝে 'মাকাসার',
সিংহল উত্তরে 'পাক', মুকতা ভাণ্ডার।

হ্রদ।

তাহার পশ্চিম প্রান্তে আছে কাস্পিয়ান,
পারস্য ভিতরে রহে, উরমিয়া, ভান।
রুষিয়া দক্ষিণে বাল্কা, রহে বইকাল,
তাতার মাঝারে কিবা শোভিছে আরাল।
এই দেশে আছে আরো হ্রদ লবনর,
তিব্বতে পালটি আর মানসরোবর।
তুরস্ক দক্ষিণে মরু সাগর ভয়াল,
জীব জন্তু তথা নাহি তিষ্ঠে ক্ষণকাল।
জলে বাস দূরে থাক সে সাগর ধারে,
কোন কালে কোন জীব বসিবারে নারে।

নদী।

তটিনী ইনিসি, লেনা ওবি দীর্ঘকায়,
উত্তর সাগরে মিশে, বহি রুষিয়ায়।
ওকটস্ক সাগরেতে পড়ে সাগালিন,
মিশিছে আরাল হ্রদে জৈহীন সৈহীন।
হোয়াংহো, ইয়াংসিকায়াং আর কানটন,
চীনেতে বহিয়া করে প্রশান্তে বরণ।
লেয়সেতে মেকিয়াঙ্গ, মিনাম শ্যামেতে
বহিয়া মিশিছে সবে চীন সাগরেতে।
ব্রহ্মপুত্র, ইরাবতি, হিমালয় ধারে
লইয়া জনম পড়ে বঙ্গোপসাগরে।
হিমালয় হতে উঠি পঞ্জাবে বহিয়া,
আরবে পড়িছে সিন্ধু তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।

বহুশাখা সহ গঙ্গা হিমালয় হতে,
লইয়া জনম পড়ে বঙ্গসাগরেতে।
টাইগ্রীস, য়ুফ্রেটিস, তুরস্কে থাকিয়া,
পারস্যোপসিন্ধু পানে চলিছে ধাইয়া।
বহিছে জর্ডান নদী থাকি পাল স্থানে,
পবিত্র তাহার জল, বাখানে খ্রীষ্টানে।

শিষ্য। কত কথা শিখিলাম তোমার কৃপায়,
যেন কে বাড়ায়ে দিল জ্ঞান পিপাসায়।
যে সব দেশের কথা বলিলে আমারে,
সে সব কোথায় দেব! বলহ বিস্তারে।
কার কোন রাজ ধানী, প্রধান নগর,
সবিস্তারে কহ শুনি, জ্ঞানের সাগর।

গুরু। পরম সন্তোষ পানু তোমার কথায়,
মোটামুটি কিছু তার দিব পরিচয়।
পশ্চিমে তুরস্ক দেশ, মনোহর স্থান,
প্রচুর প্রমাণে শস্য করিতেছে দান।
আলিপো, বসোরা, জেরুজেলাম, মোসল,
বোগদাদ, দামস্কাস, স্মার্ণা এসকল,
পরম বিভবশালী প্রধান নগর,
তুরস্ক গৌরবস্থল হয় নিরন্তর।
দক্ষিণাংশে পালস্থান* পবিত্র প্রদেশ,
যীশু খ্রীষ্ট লীলা যথা করেন অশেষ।

* প্যালেষ্টাইন।

আরব দেশেতে আছে যত মুসলমান,
মেদিনা, মস্কাট, মক্কা, নগর প্রধান।
মহাতীর্থ মক্কাধাম যবনের মতে,
জনমিল মহম্মদ পাপী উদ্ধারিতে।
মরুময় স্থান ইহা অতি ভয়ঙ্কর,
অনুর্ব্বরা ক্ষেত্র যেন, বালুকার চর।
একেত প্রচণ্ড রৌদ্র তাহে মরুস্থলি,
জল নাই, বৃক্ষ নাই, ধু ধু করে বালি।
কাল সম বায়ু এক মাঝে মাঝে বয়,
তাহাতে পড়িলে প্রাণ বিয়োগ নিশ্চয়।
আরবীর উষ্ট্র এক মহামূল্য ধন,
যাহার সহায়ে করে মরু পর্য্যটন।
জীবিতে খাইছে দুগ্ধ, মেরে মাংস খায়।
লোমেতে করিছে বস্ত্র ফেলা নাহি যায়।
যে জন করেন হেন ভয়ঙ্কর স্থান,
যোগ্যমত দ্রব্য যত তিনিই যোগান।
পারস্যের রাজধানী হয় তিহারান,
সিরাজ, স্পাহান, মেসদ, নগর প্রধান।
শস্য পক্ষে এই দেশ প্রতিকূল বটে,
সুধাগর্ভ ফল কিন্তু দেয় অকপটে।
কমলা, দাড়িম, পীচ, বাদাম আঙ্গুর,
আকরট, মনোহর বেদানা, খেজুর।
মনোরম ফল নানা এই স্থান হতে,
ব্যবসায়িগণ সদা আনিছে ভারতে।

আফগান রাজধানী কাবুল নগর,
ভারতের দ্বার ইহা অতি মনোহর।
হিরাট জেলালাবাদ আর কান্দাহার,
গিজ্‌নি আদি সুবিস্তৃত নগর ইহার।
আফগান পাশে বসি রুষ সেনাদল,
রাজ্যবৃদ্ধি আশে কত খেলিছে কৌশল।
মরুচক, পাঁচদে, নগরাদি যত,
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে রুষ হস্তগত।
কোনভাবে রুষরাজ হয় আগুয়ান,
ভাবিয়া ইংরাজ তার না পান সন্ধান।
আরব সাগর তটে বেলুচিস থান,
তাহাতে খিলাত রাজধানী অবস্থান।
চীনদেশ রাজধানী পিকিন সহর,
বৃহত নগর তাহে বসতি বিস্তর।
নানকিন, কানটন, নগরাদি যত,
ধন ধান্য পূর্ণসব জগত বিখ্যাত।
এদেশের কারুকার্য্য কেবা নাহি জানে,
পরিচিত সর্ব্বস্থানে চীনের বাসনে।
চীনের প্রাচীর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার,
সপ্ত শত ক্রোশ ব্যাপী কলেবর তার।
সপ্তজন অশ্বারোহী তাহার উপরে,
এক কালে পাশাপাশি যায় অকাতরে।
তিব্বত চীনের নীচে, তুষারাবরিত,
বরষা দুর্লভ অতি, পর্ব্বত মণ্ডিত।

লাসা আর টেসুলস্বু প্রধান নগর,
চীনের অধীনে আজ শতেক বৎসর।
চামরী চামর আর সৈন্ধবলবণ,
স্বর্ণরেণু, মৃগনাভি হয় উৎপাদন।
এদেশের ছাগ হয় জগত বিদিত,
যার লোমে হয় শাল ভুবন বাঞ্ছিত।
পারস্যের উত্তরেতে স্বাধীন তাতার,
যথায় করিছে রুষ ক্ষমতা বিস্তার।
সমরকন্দ, বোখারা, নগর প্রধান,
পুরাকালে ছিল সবে সুবিখ্যাত স্থান।
উত্তরে আছয়ে এক রুষিয়া প্রদেশ,
সুবিস্তৃত রাজ্য বটে, অরণ্য বিশেষ।
উত্তর পূরবভাগ বনে আবরিত,
নাহিক বসতি হেথা মরু সুবিস্তৃত।
টৌবলস্ক, ইর্কটস্ক, ওমস্ক নগর,
শোভিতেছে মধ্য আর পশ্চিম প্রান্তর।
প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান প্রদেশ,
ছোট বড় বহুতর দ্বীপ সমাবেশ।
নাইফন, যেশো, কিংশু, এই দ্বীপ ত্রয়,
দ্বীপ পুঞ্জ মাঝে বড়, জানিহ নিশ্চয়।
নাইফন দ্বীপে দুই প্রধান নগর,
জেডো রাজধানী আর মিয়াকো সহর।
য়ুরোপ বাসীর মত জাপান প্রদেশ,
রাজ কার্য্যে করিয়াছে উন্নতির শেষ।

আসিষাতে হেন রাজ্য দেখা নাহি যায়,
রাজ কার্য্যে শ্রেষ্ঠ হয় এর তুলনায়।
জাপানের পোর্সিলেন, রেসমের কাজ,
সুসভ্য ভারতবাসী দেখে পায় লাজ।
বিক্রমে অথবা শিল্পে জাপানীয়গণ,
আসিয়াতে পাইয়াছে সর্ব্বোচ্চ আসন।
জাপানের রাজধানী কলিকাতা মত,
গ্যাসের আলোকে আহা! কেমন শোভিত।
টেলিগ্রাফ, রেলপথ, ডাকের নিয়ম,
ভারত হইতে নহে কোন মতে কম।
পূর্ব্ব উপদ্বীপ বঙ্গ সাগরের ধারে,
ইংরাজের ব্রহ্মদেশ ইহার ভিতরে।
এ ছাড়া ইহাতে আছে মালয়, আনাম,
লেয়স, টঙ্কিন দেশ, কাম্বোডিয়া, শ্যাম।
বরমার রাজধানী মান্দালা সহর,
আভা ও অমরাপুর, প্রধান নগর।
এদেশের শ্বেত হস্তি অতি পূজ্য ধন,
হীরক, রজত ছিল অঙ্গের ভূষণ।
আছিল স্বাধীন ভাবে এযাবত কাল,
বুদ্ধিদোষে ব্রহ্ম রাজ ঘটাল জঞ্জাল।
ইংরাজ বণিকে নাকি করি অত্যাচার,
খোয়ায়েছে স্বাধীনতা, গৌরবের সার।
বন্দীভাবে ব্রহ্মরাজ আছেন এখন,
অধুনা স্বাধীন ব্রহ্মে ইংরাজ শাসন।

ইংরাজের ব্রহ্মদেশ এক নহে তিন,
আরাকান, পেগু বাছা! আর মৌলমিন।
শায়ামের রাজধানী বংকক নগর,
মিনাম নদীর তটে দেখিতে সুন্দর।
মালয়ের রাজধানী মলক্কা সহর,
শোভিতেছে ফল ফুলে সাগর উপর।
হিউনামে আনামের নগর প্রধান,
কাম্বোডিয়া রাজধানী হয় সইগান।
লেয়সের রাজধানী লানচাংনগরে,
স্বর্ণরেণু হেথা মিলে, বালুকার চরে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভারতবর্ষ।

শিষ্য। কি প্রকৃতি ধরে দেব! আমাদের দেশ,
বুঝাইয়া দাও গুরো! কহি সবিশেষ।
গুরু। ভারতবরষ নাম বিদিত সংসার,
আসিয়া দক্ষিণে শোভে, কমলা ভাণ্ডার।
এই যে ভারতবর্ষ শরীর বিশাল,
প্রকৃতি বিধানে ঘেরা আছে চিরকাল।

উত্তরেতে হিমালয় সর্ব্ব উচ্চগিরি,
মস্তকে বরফরাশি রাখিয়াছে ধরি।
দেবডাঙ্গা হতে উচ্চ কোন গিরি আছে ?
কাঞ্চন, ধবলা শৃঙ্গ আছে তার কাছে।
তোপ মার, অস্ত্র মার, কিছু নাহি হয়,
প্রবল বিপক্ষ দলে করে পরাজয়।
পূর্ব্বহতে পশ্চিমেতে আছে বস্তারিয়া,
ভারত উত্তরসীমা সমস্ত ব্যাপিয়া।
পশ্চিম সীমায় উচ্চ সোলেমান গিরি,
উত্তর দক্ষিণে দেহ রেখেছে বিস্তারি।
ভারত পশ্চিমে আছে আরব সাগর,
সুনীল বরণ ইহা, অতল দুস্তর।
বঙ্গোপসাগর পূর্ব্বে আর ব্রহ্ম দেশ,
ভারত সাগর নিম্নে প্রাচীর বিশেষ।

শিষ্য। আহা কি অপূর্ব্ব দেব! কাহিনী তোমার,
প্রফুল্ল হতেছে শুনি হৃদয় আমার।
ভারতের অধিপতি হয় কোন জন,
কেন পরাধীন মোরা বল গো কারণ।

গুরু। দুষ্মন্ত নন্দন শ্রীভরত হতে,
"ভারতবরষ" এ নাম জগতে।
ইহার ঐশ্বর্য্য জগত মোহন,
দূর হতে আসে মেলেচ্ছ যবন।
সুবর্ণ প্রসভা ভারতের তরে,
কতজাতি আসি কাটা কাটি করে।

না করিবে কেন? ভারত মাঝার
রয়েছে কতই অক্ষয় ভাণ্ডার;
গোলকুণ্ডা দেশে হীরকের খনি,
লঙ্কার মুকতা আদি নানা মণি;
কাশ্মিরের শাল মনোহর অতি,
বিবিধ খনিজ, স্বর্ণ, দিব্য মতি।
ভারত বিভব করহ দর্শন,
দেখিবে কেমন শ্যামল বরণ।
পাট, শোন, নীল, গোধুম, তণ্ডুল,
আম, নারিকেল, গুবাক, তেঁতুল;
নাচাহে সেচন, নাচাহে প্লাবন,
প্রচুর ফসল করিছে অর্পণ।
নাহি হেন দেশ সংসার ভিতরে,
নানা বিধ শস্য দিতে অকাতরে।
নিখিল ধরণি নাহি দেয় যাহা,
একাই ভারত যোগাইছে তাহা।
এক কালে হায়! পূজ্য আর্য্যগণ
নিখিল ভারত করিত শাসন।
কত দিকে সুখ ছিল এই স্থলে,
এখন সে সব গেছে রসাতলে।
নানা ম্লেচ্ছ জাতি আসি দূর হতে
প্রভুত্ব করিছে সোনার ভারতে।
নবাব আমলে ছিল অত্যাচার,
ইতিহাস সাক্ষী দিতেছে তাহার।

এখন আরামে আছয়ে ভারত,
ইংরাজ রাজত্ব রাম রাজ্য মত।
নাহিক পীড়ন, নাহি অত্যাচার,
বড় সুনিয়ম, বড় সুবিচার ! !.!
ইংরাজ ভারতে রাখে করতলে,
হেন সুশাসন কোথায় ভূতলে ?
বৃটীস ভারতে প্রজা অগণন,
বড়লাট সবা করেন শাসন।
ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি নিধি যিনি.
ভারত ঈশ্বর, বড় লাট তিনি।
দুটি গবর্ণর, ছোট লাট তিন,
এ রাজ্য শাসনে তাঁহার অধীন।
মান্দ্রাজ, বোম্বাই সমুদ্রের ধার,
শাসন করিছে দুই গবর্ণার।
উত্তর পশ্চিম দেশ সমুদয়,
এক ছোট লাট সুশাসনে রয়।
দণ্ড হস্তে লয়ে আর দুই জন,
বাঙ্গালা, পাঞ্জাব করিছে শাসন।
বেবন্দবস্তীয় কতই মহল,
ভারতে আছয়ে কহিব সকল।
আসাম, বিরার, মাঝের প্রদেশ,
ব্রহ্ম, আজমীর, এরাই বিশেষ।
করদ আশ্রিত রাজ্য আছে যত,
ইংরাজ চরণে সতত প্রণত।

রেসিডেণ্ট নামে একৈক ইংরাজ,
ইংরাজের পক্ষে তথা করে কাজ;
দেশীয় রাজার চলন চালন,
সাবধানে সদা করিছে ঈক্ষণ;
কাহার বেচাল করিলে দর্শন,
কাড়ি লয় তাঁর রাজ সিংহাসন।

শিষ্য। বড় ব্যথা গুরুদেব! পাইলাম মনে,
আর্য্যকুল রাজাদের অবস্থা শ্রবণে।
কোন কোন রাজ্য এবে ভারতে স্বাধীন;
করদ আশ্রিত কেবা, কহ ভক্তাধীন।

গুরু। পার্ব্বত্য প্রদেশ দুই ভুটান, নেপাল
স্বাধীন ভাবেতে বাছা! আছে বহুকাল।
একেশ্বর হয়ে আছে পর্ব্বত উপরে,
ইংরাজ আইন বিধি নাহি মান্য করে।
চৌদিকে পর্ব্বত শ্রেণী তার মধ্যে বাস,
ইংরাজের আক্রমণে কভু নাহি ত্রাস।
সিন্ধিয়া* গুইকবারা† কাশ্মির, সম্বুর,
জয়পুর, বীকানীর, কোটা, যোধপুর,
সিকিম, কুচবিহার, ঝিন্দ, গাড়োয়াল,
রামপুর, মণিপুর, হল্কারা‡ ভূপাল;

---

* গোয়ালিয়র।
† গুজরাট।
‡ ইন্দোর।

ঢোলপুর, পাতিয়ালা, আর ভরৎপুর,
রেওয়া বুন্দেলখণ্ড, বাহাবলপুর;
কাটিগড়, কোলাপুর, কোকি, মহিসুর,
খীরপুর, হৈদ্রাবাদ, আর ত্রিবাঙ্কুর;
এইরূপ রাজ্য যত আছয়ে ভারতে,
করদ আশ্রিত বলি বিদিত জগতে।

শিষ্য। নদনদী উপদ্বীপ পর্ব্বত সাগর,
কোথায় কিরূপে আছে কহ সুধীবর।

গুরু। বঙ্গোপসাগর আছে বঙ্গের দক্ষিণে,
ছোটবড় নদনদী মিশে তার সনে।
কাম্বে আর কচ্ছ আছে গুজরাট ধারে,
ইহাদের জল মিশে আরব সাগরে।
লঙ্কাদ্বীপ একধারে, ভারত অপরে,
পাক নামে জল নালী মাঝে নৃত্য করে।
সোমবার, পলিকাট আর কোলেয়র,
লুনার, চিলকা হ্রদ ভারত ভিতর।
লঙ্কানামে দ্বীপ আছে ভারত সাগরে,
রাবণ রাজার রাজ্য, পুরাণে প্রচারে।
সিঙাপুর, পুলি প্লাও আর দ্বীপ যত,
তথায় ইংরাজ গুণে বসতি বা কত।
মালদ্বীপ, লাক্কাদ্বীপ আর নিকোবর
আন্দামান শোভিতেছে ভারত সাগর।
হিমালয়, সোলেমান উচ্চ গিরি দ্বয়,
উত্তর, পশ্চিম ধারে ভারতের রয়।

অর্ব্বলী পর্ব্বত আছে আজমীর তলে,
বিন্ধ্যাচল, সাতপুর আছে মধ্যস্থলে।
পূরব, পশ্চিম ঘাট নামে দুই গিরি,
দক্ষিণ ভারতে আছে শরীর বিস্তারি।
তার নীচে নীল গিরি আছে বিদ্যমান,
পীড়িত জনের ইহা আরামের স্থান।
বহু শাখা সহ গঙ্গা হিমালয় হতে,
লইয়া জনম পড়ে বঙ্গ সাগরেতে।
যমুনা, গণ্ডক, শোন, কুশী বাঘমতি,
ভাগীরথী, ঘর ঘরা আর স্বরস্বতী ;
আর কত উপনদী চারিদিক দিয়া,
মিলিছে গঙ্গার সনে প্রবল হইয়া।
এক মুখী নহে গঙ্গা, শতমুখী হয়ে,
বঙ্গোপসাগরে পড়ে প্রফুল্ল হৃদয়ে।
সিন্ধুনামে এক নদ আছে পাঞ্জাবেতে,
উঠিয়াছে হিমালয় উত্তর ধারেতে।
চন্দ্রভাগা বিতসতা, আর ইরাবতি,
বিপাসা, শতদ্রু নদী অতি দ্রুতগতি,
একত্রে মিলিত হয়ে, আরব সাগরে,
পড়িছে প্রবল বেগে ঘোর রব করে।
ব্রহ্মপুত্র উঠিয়াছে হিমালয় হতে,
বঙ্গোপসাগরে পড়ে মেঘনার সাথে।
নর্ম্মদা চঞ্চল গতি উঠি বিন্ধ্যাচলে,
পরেতে মিশিছে কাম্বে সাগরের জলে।

তাপ্তীনামে এক নদী সাতপুর হতে
উঠিয়া মিশিল পরে কাম্বে সাগরেতে।
গোদাবরী, কৃষ্ণা আর পান্নার, কাবেরী
পশ্চিমের ঘাট হতে উঠি সারি সারি
বঙ্গোপসাগরে গিয়া মিশে ক্রমান্বয়ে,
আর কত ছোট নদী ভারতে আছয়ে।

শিষ্য। সকলি কহিলে দেব! ধন্য মানি মনে,
এতকাল কাটায়েছি আঁধার জীবনে।
পুরাকালে কোন রাজা কোন কোন স্থানে
রাজধানী নিরমিলা কিরূপ গঠনে।
কি নাম হয়েছে এবে বদলে কাহার,
শুনিতে বাসনা বড় হতেছে আমার।

গুরু। পুরাব বাসনা তব শুন দিয়া মন,
হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ করিয়া যতন।
আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য, দুই ভাগ করি,
বিরাজে ভারত মাঝে বিন্ধ্যাচল গিরি।
উত্তর দেশেতে ছিল আর্য্যের বসতি,
এ কারণ সে দেশের আর্য্যাবর্ত্ত খ্যাতি।
কাশ্মির, কামায়ুন, নেপাল, ভুটান
দেশ আদি হিমালয় গিরি সন্নিধান।
কাশ্মির রাজধানী শ্রীনগর পুরী,
আছয়ে ঝিলাম তটে চারি ধারে গিরি।
মহামূল্য শাল যত প্রসিদ্ধ জগতে,
আসিতেছে নিত্য নিত্য এই স্থান হতে।

অঙ্গ, বঙ্গ, বারাণসী, কনোজ, মিথিলা,
ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী, মগধ, কোশলা,
গঙ্গার দু-পাশে আছে এতেক প্রদেশ,
এই হেতু এই সবে কহে গাঙ্গ্য দেশ।
অযোধ্যা কোশল রাজ্য, পুরাতন স্থান,
করেছিল সূর্য্যবংশ যথা অধিষ্ঠান।
সরযূ নদীর তটে সুন্দর সহর,
অযোধ্যার রাজধানী লকনৌ নগর।
ত্রিহুত মিথিলা রাজ্য, পুরাতন দেশ,
জনকের রাজ্য ছিল বিদিত বিশেষ।
মগধ প্রসিদ্ধ অতি পুরাকাল হ'তে,
বেহার হয়েছে নাম মগধ হইতে।
এই স্থলে জরাসন্ধ আদি বীরগণ,
পরম সুখেতে রাজ্য করেন শাসন।
অশোক রাজার নাম কেবা নাহি জানে,
এক কালে আধিপত্য করেন এখানে।
পাটনা, ভাগলপুর, গয়া, বকসর,
এই সব বেহারের প্রধান নগর।
কাশী কিম্বা বারাণসী হিন্দু তীর্থ স্থান,
হিন্দু মতে ম'লে তথা পায় পরিত্রাণ।
নেপাল দক্ষিণে ছিল কনোজ প্রদেশ,
লইয়া ভাগলপুর ছিল অঙ্গ দেশ।
বঙ্গদেশ শোভিতেছে তাহার দক্ষিণে,
ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশ শস্য উৎপাদনে।

ভারতের রাজধানী কলিকাতা পুরী,
বিরাজে বঙ্গের মাঝে যেন ইন্দ্রপুরী,
ভাগীরথী তীরে এই সুন্দর নগর,
ঐশ্বর্য্য কহিব কত, শোভার আকর।
যে দিকে ফিরাবে আঁখি মোহিত হইবে,
অট্টালিকাময়ী পুরী, ত্যজিতে না চাবে।
ঢাকা, মুরসিদাবাদ, আর বর্দ্ধমান,
চট্টগ্রাম, বীরভূম, নগর প্রধান।
পাঞ্জাবের পঞ্চ দিকে পঞ্চ নদী ধায়,
এই হেতু নানা শস্য উৎপাদিত হয়।
পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগর,
ইরাবতী তীরে স্থিত দেখিতে সুন্দর।
পাঞ্জাবের ছোট লাট লাহোর নগরে,
অনুচরগণ লয়ে সুখে রাজ্য করে।
লাহোর প্রাচীরে ঘেরা, তার মাঝে কত,
মনোরম অট্টালিকা আছে শত শত।
সরস্বতী নদী তটে আছে থানেশ্বর,
যথা কুরু-পাণ্ডবের হইল সমর।
অম্বরসরের শাল অতি মূল্যবান,
শিমলায় শৈলবাস, স্বাস্থ্যকর স্থান।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরে কেবা নাহি জানে,
সুখেতে করেন রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ স্থানে।
ইহার নিকটে দিল্লি, প্রাচীরে বেষ্টিত,
যমুনার তীরে ইহা যতনে স্থাপিত।

এলাহাবাদের কথা শুন গুণধর,
গঙ্গা যমুনার মিল, দেখিতে সুন্দর।
প্রয়াগ ইহার নাম মহাতীর্থ স্থান,
হিন্দু মতে মহা পুণ্য, সঙ্গমেতে স্নান।
এদেশের ছোট লাট হেথা বাস করে,
সুন্দর নগর ইহা দৃশ্যে মন হরে।
ভারতের পশ্চিমেতে গুজরাট স্থিত.
শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য ইহা পুরাণে লিখিত
আধুনিক রাজধানি বরদা নগর,
মহামান্য গুইকার তথা রাজ্যেশ্বর।
পুরাণে যে মৎস্যদেশ আছয়ে বর্ণিত,
পুরাকালে যথা ছিল বীর অগণিত,
নির্ব্বান উন্মুখ প্রায় দীপশলা মত
জয়পুর নামে তাহা এবে পরিচিত।
অবন্তিনগর ধাম, কিম্বা উজ্জয়িনী,
বিক্রমাদিত্যের কালে ছিল রাজধানী।
সালসেট দ্বীপে আছে বোম্বাই নগর,
সুন্দর নগর ইহা দৃশ্যে মনোহর।
বোম্বাই নগর বাসী, এদেশীয়গণ,
বাণিজ্য করিছে কত উন্নতি সাধন।
টানা দেশলাই আর কাপড়ের কল,
স্থাপন করিয়া করে দেশের মঙ্গল।
দৈনিক ব্যবহার্য্য দ্রব্য আপনি যোগায়,
বিদেশের মুখাপেক্ষি করিতে না চায়।

উৎকল উড়িষ্যা রাজ্য, সমুদ্রের ধার,
কটক, ভদ্রক, পুরী নগর তাহার।
কটকের শিল্প কার্য্য বিদিত জগতে,
মহাতীর্থ স্থান পুরী হিন্দু শাস্ত্র মতে।
নাগপুর, গান্দোয়ানা, বিদর্ভ, খান্দেশ,
এই সব দেশে কহে নর্ম্মদা প্রদেশ।
নিজাম তাহার নীচে, করদ এখন,
ভুলিয়াছে স্বাধীনতা, গৌরবের ধন।
হৈদ্রাবাদ রাজধানী,আশয়, বিদর,
ওয়ারানগল আদি সব প্রধান নগর।
তাহার পশ্চিমে পুনা, মহারাষ্ট্র স্থান,
বিখ্যাত শিবজি যথা করি অধিষ্ঠান,
অজেয় যবন দলে পরাজয় করে,
ভারত গৌরব রাখে সংসার ভিতরে।
দক্ষিণেতে মালাবার আর মহীসুর,
কর্ণাট, দ্রাবিড় আদি কোঞ্চী, ত্রিবাঙ্কুর।
কর্ণাটে আছয়ে বাহা! মান্দ্রাজ নগর,
বাণিজ্যের স্থান ইহা, বসতি বিস্তর।
ইংরাজ সবার অগ্রে মান্দ্রাজ নগরে,
শুভক্ষণে, শুভলগ্নে পদার্পণ করে।
ক্রমে ক্রমে বাড়ে রাজ্য ভারত ব্যাপিয়ে,
এক্ষণে করিছে রাজ্য এক ছত্রী হয়ে।
যুরোপীয় অধিকার ভারত বরষে,
অন্য যাহা আছে তাহা নাহি আসে বসে।

পণ্ডিচারী, কারিকল, চন্দন নগর।
ফরাসি সাম্রাজ্য সব ভারত ভিতর।
চন্দননগর বঙ্গে, বাকি দুই স্থান,
আরব সাগর তটে আছে বিদ্যমান।
পোর্টুগিজ অধিকার, ডিউ ও দমান,
পশ্চিমোপকুলে আছে, জলে ভাসমান।
তাহার দক্ষিণে গোয়া, অপর নগর,
পোর্টুগিজ রাজ ধানী, ভারত ভিতর।
ইংরাজ, ফরাসি আর পোর্টুগিজগণ
লভিতে ভারত রাজ্য করে মহারণ।
সুভগা ইংরাজ জাতি নানা ছল বলে,
হারাইল একে একে নিজ অরিদলে।
বিলাসী যবন রাজ, ইংরাজ কৌশল,
না বুঝিয়া বন্দী হল, লয়ে দল বল।
শ্বেত দ্বীপ রাজলক্ষ্মী পলাসী প্রাঙ্গণে,
উড়াইল জয় ধ্বজা সহাস্য আননে,
সুদৃঢ় শৃঙ্খল দিল ভারতের গলে ;
খুলে সে শৃঙ্খল হেন কে আছে ভূতলে ?

তৃতীয় অধ্যায়।

ইয়ুরোপ।

শিষ্য। আসিয়ার নানা কথা শুনিয়া শ্রবণে,
বড়ই কামনা মম হইতেছে মনে,
শুনিতে য়ুরোপ বার্ত্তা, কৃপা বিতরিয়া,
কৃতার্থ করহ মম সাধ পুরাইয়া।

গুরু। শুন বৎস, গুণধর! য়ুরোপ আখ্যান,
প্রতাপে য়ুরোপ বাসী, ভূতলে প্রধান।
আসিয়া পশ্চিমে কিবা য়ুরোপ শোভিছে,
ইউরাল গিরি উভে বিভাগ করিছে।
চারি মহাদেশ মাঝে অতি মনোহর,
আকারে সামান্য বটে, বসতি বিস্তর।
বিদ্যার গৌরবী বড় এই মহাদেশ,
বুদ্ধি বলে করিয়াছে উন্নতি অশেষ।
নির্ম্মাণ করিছে কত বর্ত্ম লৌহময়,
তিরিস দিনের পথ দিবসের হয়।
লক্ষ ক্রোশ দূর হতে কথাবার্ত্তা কয়,
না মানে পর্ব্বত-শ্রেণী, সাগর নিচয়।
অদভুত কত শত নির্ম্মিতেছে কল,
নদী তলে চলে নর, উপরেতে জল।

কে জানিত হেন বস্তু আছে চরাচরে,
বিদ্যুৎ ধরিয়া আনি পথ আলো করে।
কত যে অচিন্ত্য বস্তু করে আবিষ্কার,
কার সাধ্য একে একে তত্ত্ব লয় তার।
প্রসিদ্ধ এ মহাদেশ য়ুরোপ নামেতে,
বিভক্ত আছয়ে ইহা সতের ভাগেতে।
রুষ, গ্রীস, নরওয়ে আর সুইডেন,
ইটালি, সুইজলণ্ড, পর্টুগাল, স্পেন ;
ডেনমার্ক, বেলজিয়ম্, হলণ্ড, প্রুসিয়া,
জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, আর তুরস্ক, অষ্ট্রীয়া।
বিরিটেন, আয়র্লণ্ড, এই দ্বীপ দ্বয়,
বৃটীস সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়।

শিষ্য। যতই বলিছ দেব! ঘুচিছে আঁধার,
কৌতুহল ক্রমে ক্রমে বাড়িছে আমার।
এ অঞ্চলে নদ, নদী, গিরি, অন্তরীপ,
সাগর, প্রণালী, হ্রদ, দ্বীপ, উপদ্বীপ,
কোন স্থানে শোভিতেছে এ সব বিষয়,
একে একে এ কিঙ্করে দেহ পরিচয়।

গুরু। কহিতেছি সব কথা শুন দিয়া মন,
সদা আলোচনা করি রাখিবে স্মরণ।

পর্ব্বত।

য়ুরোপ আসিয়া মাঝে ইউরাল গিরি।
উত্তর দক্ষিণ ভাগে আছয়ে বিস্তারি।

অষ্ট্রীয়ায় কার্পেথিয়, তুরস্কে বল্কান,
ইংলণ্ডেতে মিভিয়ট, স্কটে গ্রাম্পিয়ান।
আল্প শ্রেণী ব্যাপিয়াছে সুইজারলণ্ড,
অত্যুচ্চ পর্ব্বত ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড।
ইটালির মাঝামাঝি রহে আপিনিন,
নরোয়ে দেশেতে আছে গিরি-দফ্রাইন।
পিরিনিজে ভিন্ন হয় ফ্রান্স আর স্পেন,
নরোয়ে সুডেন মাঝে রহিছে কোলেন।

উপদ্বীপ।

নরোয়ে সুডেন লয়ে "স্কানডিনেভিয়া,
ডেনমার্কে "জাটলাণ্ড" আছে বিস্তারিয়া।
"ইবিরিয়া" বলে স্পেন পর্ট্গাল লয়ে,
য়ুরোপের দক্ষিণেতে "ইটালি" আছয়ে।
গিরীশের দক্ষিণাংশ জানিহ "মোরিয়া,"
রুষিয়ার নিম্ন ভাগে আছয়ে "ক্রিমিয়া।"

যোজক।

"করিন্থ' মিলিত করে গিরীশ মোরিয়া,
ক্রিমিয়া রুষিয়া মিলে "পেরিকপ" দিয়া।

অন্তরীপ।

নরোয়ের উত্তরেতে উত্তরান্তরীপ,
স্লিয়ারের উত্তরেতে আয়লাণ্ড দ্বীপ।

ইংলণ্ড নৈঋত কোণে লাণ্ডসেণ্ড স্থিত
ফ্রানসের বায়ুকোণে লাহোগ শোভিত।
স্কাউ অন্তরীপ রহে ডেন্মার্ক উপরে,
অর্টিগাল, ফিনিষ্টার স্পেনের উত্তরে।
পোর্টুগাল দক্ষিণেতে সেণ্ট ভিন সেণ্ট,
ইটালির দক্ষিণেতে রহে স্পার্টি ভেণ্ট।

দ্বীপ।

নবজম্লা দ্বীপ আর স্পিটজবর্জন,
উত্তর সাগরে আছে, পাশে লাফোডন।
তুষার আবৃত দ্বীপ, ভয়ঙ্কর স্থান,
মনুষ্য করিতে নারে তথা অবস্থান।
আটলাণ্টিক সাগরে আছে আইসলণ্ড,
আজোর, বৃটন, ফেরো আর আয়র্লণ্ড।
বলটিক সাগরেতে লালাণ্ড, জিলণ্ড,
ফিউনিন. ডেগো আর ওলণ্ড, গথলণ্ড।
ভূমধ্য সাগরে মাল্টা আর সার্ডিনিয়া,
করসিকা, ইয়োনিয়া * সিসিলি. কাণ্ডিয়া
মেজর্কা, মিনর্কা আদি যত বেলিয়ারি;
ইটালির দক্ষিণেতে আছয়ে লিপারি।

সাগর ও উপসাগর।

রহিছে "সাগর শ্বেত" রুষিয়া কিনারে,
"স্কাগারোক "কাটিগাট," ডেন্মার্কের ধারে।

---

* গ্রীশ রাজ্যের পশ্চিমে কার্ফিউ, ইথেকা, সেণ্টমরা, পাকুসো. জান্ট, সেফেলোনিয়া ও সেরিগো এই সপ্ত দ্বীপকে আইয়োনিয়ান দ্বীপশ্রেণী কহে।

রুষের পশ্চিমে "বল্টি" * আছে বিস্তারিয়া,
তার মাঝে "ফিনলণ্ড," "রিগা," "বোথনিয়া।"
বৃটনের পূরবেতে "জার্ম্মাণ সাগর,"
পশ্চিমেতে "আইরিস," রহে নিরন্তর।
"বিষকে" উপসাগর স্পেনের উত্তর,
য়ুরোপ আফ্রিকা মাঝে "ভূমধ্য সাগর।"
ফ্রানসের দক্ষিণেতে রহিয়াছে 'লিয়ো,"
ইটালির দুই পাশে, "টরেণ্টো," "অদ্রিয়ো।"
তুরস্ক রাজ্যের মাঝে আছয়ে "মর্ম্মর,"
রুষের দক্ষিণে "কৃষ্ণ," "আজব" সাগর।

প্রণালী।

কৃষ্ণ মর্ম্মরার মাঝে "কনষ্টাণ্টিনোপল্।"
আজবের দক্ষিণেতে রহে 'ইনিকল"
ভূমধ্য মর্ম্মরা মাঝে আছে "ডাডনালি,"
"মেসিনা" পৃথক করে সিসিলি ইটালী।
ভূমধ্য আটলাণ্টি মাঝে "জিবরাল্টার"
ইংলণ্ড ফ্রান্সের মাঝে আছয়ে "ডোবার।"

হ্রদ।

"লাডোগা," "ওনেগা" হ্রদ রুষের উত্তর,
সুইডেনে 'ওয়েনার' আর 'ওয়েটর।"

নদী।

টেগস ইবারো নদী স্পেনে জনমিল,
আটলাণ্টিকেতে আর ভূমধ্যে পড়িল।

* বল্টিক সাগর।

ফ্রানসেতে রোণ, সীন এ ছাড়া লয়র,
লয়র পড়িছে গিয়া বিস্কে'পসাগর।
যে দিকে রোণের জন্ম সীন তথা বয়,
সীন পড়ে ইংলিসেতে, রোণ লিয়োলয়।
টেমস ইংলণ্ডে বয়, মিশে জার্ম্মাণেতে,
ওডর, ভিষ্টুলা আছে প্রুসিয়া দেশেতে।
নীপার, নিষ্টার নদী ভল্গা আর ডান,
রুসিয়ায় বহিতেছে, ভল্গাই প্রধান।
নীপার, নিষ্টার পড়ে কৃষ্ণ সাগরেতে,
ডান নদী দ্রুতবেগে ধায় আজবেতে।
ভলগা বৃহৎ নদী বহে রুসিয়ায়,
কাস্পিয়ান সাগরেতে কত মুখে ধায়।
টাইবার, পেনামেতে ক্ষুদ্র নদী দ্বয়,
ভূমধ্যে, আড্রিয়ে পড়ে, ইটালিতে বয়।
তুরস্ক অষ্ট্রীয়া দিয়া ডানুব বহিছে,
সপ্তমুখ দিয়া কৃষ্ণ সাগরে পড়িছে।

শিষ্য। য়ুরোপে সতের দেশ করিলে বর্ণন,
অবশ্যই নগরের সংখ্যা অগণন।
কোন্ দেশ কি প্রকার কিবা রাজধানী,
প্রকাশ করিয়া কহ অপূর্ব্ব কাহিনী।

গুরু। দক্ষিণে গিরীশ রাজ্য রমণীয় স্থান,
এথেন্স, করিছু এর নগর প্রধান।
ভূমধ্য সাগর ধারে আছয়ে স্থাপিত,
পুরাকালে ছিল ইহা জগত-বিদিত।

প্রাচীন কালের রম্য হর্ম্ম্য সমুদয়,
স্তম্ভ আদি কীর্ত্তি যত দেয় পরিচয়।
সময়ে সকলি যায় ভারতের মত,
বহু দিন যবনের ছিল পদনত।
কীর্ত্তি-স্তম্ভ যত হল ভগ্ন অবশেষ,
দেখিলে মানব মনে উপজয় ক্লেশ।
পুনরায় কালচক্র ফিরিয়া আইল,
গিরীশের বদ্ধ দশা মোচন করিল।
প্রজাতন্ত্র নিয়মেতে রাজকার্য্য হয়,
স্থাপন করিছে কত বিশ্ব-বিদ্যালয়।
গিরীশ-উকরে রহে তুরস্ক প্রদেশ,
য়ুরোপ মাঝারে এক যবনের দেশ।
কনষ্টান্টিনোপল আর আদ্রিয়নোপল,
প্রধান নগর দুই, সংস্থির স্থল।
তুরস্কে জনমে শস্য করিলে যতন,
আলস্যে না হয় কিন্তু তাহা কদাচন।
তুরস্ক প্রতাপ পূর্ব্বে আছিল প্রবল,
এখন য়ুরোপে এর নাহি কিছু বল।
অষ্ট বর্ষ গত হল রুসিয়ার সনে,
যুঝেছিল সুলতান অতি প্রাণপণে।
যুদ্ধ অবসানে সন্ধি হল নির্দ্ধারণ,
হারাইল সুলতান নানা রাজ্য ধন।
ইহার ঈশানে আছে রুসিয়া প্রদেশ,
আয়তনে তার বড় নাহি কোন দেশ।

সমগ্র পৃথিবী মাঝে স্থল ভাগ যত,
সপ্তম ভাগের ভাগ তার অন্তর্গত।
অর্দ্ধ ভাগ আসিয়াতে, য়ুরোপে অপর,
সমগ্র শাসিছে বাছা! এক অধীশ্বর।
সেণ্টপিটসবর্গ তার নব রাজধানী,
মস্কাউ প্রাচীন পুরী, যাহে লৌহ খনি।
নিজনি নবোগরড আর আর্কেঞ্জল,
আষ্ট্রাকান, ওয়ারসা, সিবাল টুপল,
খিভা, রিগা আদি যত নগর প্রধান,
কোনটি বন্দর, কেহ বাণিজ্যের স্থান।
এ দেশে আতপ আর শীত বড় হয়,
শীতেতে বরফপূর্ণ, গ্রীষ্মে অগ্নিময়।
বড়ই আশ্চর্য্য কাণ্ড লাপলাণ্ড দেশে,
দুইবার দিন রাত হয় বার মাসে।
গ্রীষ্মকালে অবিরাম সূর্য্যের কিরণ,
শীতকালে সূর্য্যদেব উদিত না হন।
সর্ব্বময় জগদীশ করুণা নিধান,
যোগ্য মত দ্রব্য যত করেন বিধান।
চন্দ্রের বিমল জ্যোতি, আরোরার আলো,
তথায় সৃজিয়া কত করেছেন ভালো।
নিশায় দিনের আলো তিনিই দেখান,
আঁধারে না হয় ক্লেশ, করেন বিধান।
রুষিয়ার পশ্চিমেতে স্কানডিনেভিয়া,
নরোয়ে সুডেন কিম্বা, আছে বিস্তারিয়া।

উত্তর প্রদেশ এক রাজার অধীনে,
ষ্টক হলম রাজধানী আছে সুইডেনে।
নরোয়েতে খ্রীষ্টিয়ানা নগর প্রধান,
প্রতিনিধি রাজা তথা করে অবস্থান।
সুইস লোহার গুণ জগত বিদিত,
ইহার উত্তর ভাগ তুষারাবরিত।
ডেনমার্ক অবস্থিত সুডেন দক্ষিণে,
এ দেশের রাজধানী কোপেনহেগিনে।
সমগ্র সাম্রাজ্য ঘেরা বনে আর জলে,
জলের উপরে খেলা করে কুতূহলে।
জার্মাণ সাগর ধারে হলণ্ড প্রদেশ,
সমুদ্র হইতে নিম্ন সমতল দেশ।
আগেতে প্লাবিত হত সমুদ্রের জলে,
সমুদ্রও পরাভব মানে বুদ্ধিবলে।
পরিশ্রমে সব কাজ করিবারে পারে,
বাঁধিয়াছে বাঁধ এক সমুদ্রের ধারে।
উর্দ্ধ দিয়া উঁকিমারে সমুদ্রের জল,
নীচে যত জীব জন্তু মানব সকল।
আমষ্টার্ডম্ রাজধানী বাণিজ্যের স্থান,
রটর্ডাম, হেগ তথা নগর প্রধান।
সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেশ, অতি মনোহর,
কৃষিকার্য্যে এ দেশের উন্নতি বিস্তর।
হলণ্ডের দক্ষিণেতে আছে বেলজিয়ম,
কৃষি কার্য্যে নহে ইহা হলণ্ডের কম।

য়ুরোপ-উদ্যান ইহা, শস্যের আকর;
এ দেশের রাজধানী ব্রসেল নগর।
জার্ম্মাণ সাগর ধারে জার্ম্মাণি রয়েছে,
ছাব্বিশ ভাগেতে ইহা বিভক্ত হয়েছে।
ইহার পাশেতে আছে প্রুসিয়া প্রদেশ,
জার্ম্মাণি সাম্রাজ্য তার অন্তরনিবেশ।
প্রুসিয়ার অধিপতি বছর বছর,
লভিছে জার্ম্মাণি রাজ্যে ক্ষমতা বিস্তর।
প্রুসিয়ার রাজধানী বর্লিন নগর,
মধ্যস্থলে শোভিতেছে অতি মনোহর।
ফ্রাঙ্কফোর্ট, ডানজিগ, বন, হানোবর,
ড্রেসডেন লিপজিক, প্রধান নগর।
বিদ্যার উন্নতি বড় এই দুই দেশে,
সন্তানে পড়াতে হবে আইন নির্দ্দেশে।
সংস্কৃত অমর ভাষা, আর্য্য শাস্ত্রে কয়।
বহুল প্রমাণে তথা আলোচনা হয়।
নানা বিধ আকরিক জার্ম্মাণিতে মিলে,
সামান্য খনিজ পাবে প্রুসিয়া খুজিলে।
অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য আছে রুষের দক্ষিণে,
স্বর্ণ আর রৌপ্য খনি আছে এই স্থানে।
এ দেশের রাজধানী ভিয়েনা সহর,
ক্রাকো, প্রেগ ট্রিষ্ট তার প্রধান নগর।
অষ্ট্রীয়ায় না করিলে বিদ্যা অধ্যয়ন,
দার পরিগ্রহ তার না হয় কখন।

ভূমধ্য সাগর ধারে ইটালি প্রদেশ,
পোপের সাম্রাজ্য তার অন্তর নিবেশ।
এ দেশের রাজধানী রোম মহাপুরী,
প্রাচীন সময়ে ছিল সুন্দর নগরী।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান ঐশ্বর্য্য শোভায়,
কালেতে বিভব আদি সব লয় পায়।
সেণ্টপিটারের গির্জ্জা এখনো দেখিলে,
অবাকে থাকিতে হয় খাড়া সেই স্থলে।
ফলরেন্স. ভিনিসিয়া জেনিভা মিলান,
মেসিনাদি ইটালির নগর প্রধান।
বিদ্যা প্রতি এ দেশের অনুরাগ নাই,
শিল্প কর্ম্মে পারদর্শী যথার্থ এরাই।
সুইজারলণ্ড আছে ইটালি উত্তরে,
আল্প শ্রেণী বিরাজিত তার অভ্যন্তরে।
এ দেশের রাজধানী আছয়ে বরণ,
জেনিভায় টেঁক ঘড়ি হতেছে সৃজন।
আটলাণ্টিকের ধারে ফ্রান্স শোভিতেছে,
সুন্দর প্রাসাদ তথা কতই রয়েছে।
এ দেশের রাজধানী পারিস সহর,
সীন নদী তটে আছে, অতি মনোহর।
বিলাস সামগ্রী যত এই স্থান হতে,
তুষিতে এদেশী জনে, আসিছে ভারতে।
বেয়ন, লিয়ন, কালে টুলন, হেবর,
অর্লিয়ন, রোণ, কেন, প্রধান নগর।

সৌখীন ফরাসি জাতি অদ্ভুত কত,
নির্ম্মিতেছে মনোরম বস্তু নানামত।
এই দেশ কোন রাজ অধীনেতে নয়,
প্রজাতন্ত্র নিয়মেতে রাজ কার্য্য হয়।
ফ্রানসের দক্ষিণেতে আছে স্পেন দেশ,
মাদরিদ রাজধানী জানিহ বিশেষ।
টেগস নদীর ধারে টলিডো সহর,
করুণা, গ্রাণেডা আদি প্রধান নগর।
এক কালে এ দেশের পরাক্রম ছিল,
কালের মাহাত্ম্যে সব বিলুপ্ত হইল।
এ দেশের পশ্চিমেতে রহে পর্টুগল,
স্বাস্থ্যকর হেথাকার বায়ু আর জল।
লিসবন রাজধানী টেগসের ধারে,
সুন্দর নগর ইহা দৃশ্যে মন হরে।
দাউরো নদীর তটে অপোর্টো সহর,
পোর্ট নামে সুরা হেতু খ্যাত চরাচর।

শিষ্য। বিভিন্ন দেশের কথা শুনিয়া হৃদয়,
পরমেশ প্রেমে আহা! পুলকিত হয়।
কহ দেব, যেই জাতি ভারতের পতি,
কোথায় কিরূপ স্থানে করয়ে বসতি।
শুনেছি দ্বীপের মাঝে তাঁহাদের বাস,
কি নাম কোথায় তাহা, করহ প্রকাশ।

গুরু। আয়র্লণ্ড, বৃটনাদি দ্বীপ কতিপয়,
বৃটীস সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়।

এক রাজাধীন হয় এই দ্বীপ যত,
সামান্য ভাষায় মোরা বাখানি "বিলাত।"
"বিলাত" অপূর্ব্ব দেশ, ক্ষমতা বিস্তর,
ভারত বাসীর তাহা নহে আগোচর।
বৃটন উত্তর ভাগে স্কটলণ্ড কয়,
ইংলণ্ড, ওয়েলস্ রাজ্য দক্ষিণে আছয়।
ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগর,
জগতে নাহিক হেন পুরী মনোহর।
টেমস নদীর তটে আছয়ে স্থাপিত,
সহরের মধ্য দিয়া স্রোত প্রবাহিত।
এ স্থানের অধিবাসী অতি ধনবান,
প্রসিদ্ধ বন্দর ইহা বাণিজ্যের স্থান।
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী প্রসিদ্ধ বচন,
ইংরাজ মরম তার বুঝে বিলক্ষণ।
বৃষ্টল, লিবারপুল, মানচেসটর,
বর্মিংহাম, কামব্রিজ, প্রধান নগর।
বৃষ্টল অ্যাভন তটে. সুন্দর সহর,
যথায় রামমোহন নিজ কলেবর.
তেয়াগিয়া কাঁদাইল ভারত সন্তানে ;
লাগিল দারুণ শোক ভারতের প্রাণে।
মানচেসটর নাম বিদিত জগতে ,
কম দামে ভাল বস্ত্র এই স্থান হতে,
পেতেছে ভারতবাসী, আবরিছে দেহ,
নতুবা কি হত তথা, না যায় সন্দেহ।

এই যে ভারত ঘেরা রেল রূপ জালে,
বর্ম্মিংহাম না থাকিলে, কেবা কোন কালে
দেখিত এ লৌহকর্ম্ম ; অদভূত কত
নির্ম্মিত হতেছে তথা কল নানা মত।
উত্তরেতে স্কটলণ্ড পার্ব্বত্য প্রদেশ,
সমতল ক্ষেত্র তথা নাহিক বিশেষ।
পূর্ব্বেতে স্বতন্ত্র রাজা ছিল এই স্থানে,
এখন আছয়ে ইহা ইংরাজ শাসনে।
এডিংবরা রাজধানী, গ্লাসগো সহর,
আবর্ডিন, ডণ্ডি আদি প্রধান নগর!
স্কচেরা সাহসী আর অতি বিচক্ষণ,
বাণিজ্যে সুপারদর্শী ইংরাজ মতন।
আয়র্লণ্ড দ্বীপ কিবা সবুজ বরণ,
অপর্য্যাপ্ত শস্য ইহা করে উৎপাদন।
ডবলিন রাজধানী অতি মনোহর,
বেলফাষ্ট, কর্কতার প্রধান নগর।
বাণিজ্যে অথবা শিল্পে আইরিস জাতি,
বৃটীস জাতির মত না পায় সুখ্যাতি।
অবনী ভিতরে বাছা! যে দিকে হেরিবে,
সেই দিকে ইংরাজের বিক্রম দেখিবে।
জগতে নাহিক হেন গোপনীয় স্থান,
সুবুদ্ধি ইংরাজ জাতি না জানে সন্ধান!
লভিছে কতই রাজ্য বল সংকারে,
শাসিছে কতই দেশ মিত্রের আচারে।

ইংলণ্ড প্রতাপ এক মুখে কহা দায়,
ইংরাজের রাজ্যে সূর্য্য অস্ত নাহি যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

আফ্রিকা।

শিষ্য। তব অনুগ্রহে দেব! হৃদয় আমার,
হইল উজ্জ্বল, গেল ঘোর অন্ধকার।
বহুদিন গত হল, হতেছে স্মরণ,
মরুময় স্থান এক করেছ বর্ণন।
কিনাম কোথায় তাহা বলুন আমায়,
শুনিতে বড়ই সাধ হয় গুণময়।

গুরু। আফরিকা মহাদেশ নামে উহা খ্যাত,
য়ুরোপের দক্ষিণেতে আছে অবস্থিত।
পূর্ব্বকালে ছিল যোগ আসিয়ার সাথে,
সুয়েজ যোজক নামে সূক্ষ্ম স্থল পথে।
যোজক কাটিয়া লোকে করিয়াছে খাল,
কার সনে নাহি যোগ, ঘুচেছে জঞ্জাল।
চৌদিকে সাগর মহা, মাঝারেতে দেশ,
কোথায় জঙ্গল, কোথা সহর বিশেষ।
স্বেচ্ছাচার প্রণালীতে রাজকার্য্যহর,
বিদ্যাধনে ধনী নহে অধিবাসীচয়।
স্বর্ণ-রেণু, গজদন্ত, নানা ফলমূল,
নীল, তুলা, তৈল, মোম, গোধূম, তণ্ডুল,

বাহাদুরি কাষ্ঠ আদি এই স্থান হতে,
প্রেরিত হতেছে কত দেশ বিদেশেতে।
গ্রীষ্ম বর্ষা দুই ঋতু প্রবল এখানে,
সূর্য্যের প্রখর কর সর্ব্ব লোকে জানে।
উত্তরে বার্ব্বারি রাজ্য, পূর্ব্বেতে মিসর,
মোজাম্বিক, সোফালা আর জাঙ্গিবর।
দক্ষিণে কেপ কলনি, জুলু ও নাটাল,
কাফ্রেরিয়া, হটেণ্টট্স আর ত্রান্স ভাল।
পশ্চিম দিকেতে গিনি সেনি গামবিয়া,
মধ্যেতে সাহারা মরু, আর নিগ্রিসিয়া।

শিষ্য। কোন দেশ কি প্রকার করহ বর্ণন,
শুনি উল্লাসিত দেব! হক মম মন।

গুরু। বার্ব্বারিতে মরোক্কো আর আল্‌জিরিয়া,
তুনিস, ত্রিপলি, বার্কা আছে মিশাইয়া।
তুনিসেতে কারথেজ, প্রাচীন নগর,
পুরাকালে ছিল ইহা অতি মনোহর।
ভূমধ্য সাগর তটে আছয়ে মিসর,
লোহিত সাগরে ধৌত তার কলেবর।
দেখা নাহি যায় হেথা বরিষারধারা
নীল না থাকিলে ইহা হত অনুর্ব্বরা।
সুপ্রসিদ্ধ নীল নদী এদেশে বহিয়া,
ভূমধ্য সাগরে পড়ে কত মুখ দিয়া।
প্রতি বর্ষে নীল নদী উঠি উথলিয়া,
সমগ্রে মিসর রাজ্য দেয় ভাসাইয়া।

সেই জলে সিক্ত হয় মিসর প্রদেশ,
যেন তাহা ফসলের জীবন বিশেষ।
যব,গম, তুলা, নীল, তামাক, তণ্ডুল,
খেজুর, কমলা আর নানা ফল মূল,
প্রচুর প্রমাণে জন্মে মিসর দেশেতে,
প্রেরিত হতেছে তাহা দেশ বিদেশেতে।
মিসর যবন রাজ্য সৈন্য অগণন,
তুরস্ক-করদ বলি জানে সর্ব্বজন।
কাইরো সে নীল তটে, বৃহত সহর,
মিসরের রাজধানী, দেখিতে সুন্দর।
গত সনে এই খানে ইংরাজের দল,
মিসর সাহায্যে রণে গেছে রসাতল।
পূর্ব্ব আফরিকা খণ্ডে অসভ্যের বাস,
দেখিতে ভীষণ মূর্ত্তি, খায় কাঁচা মাস।
স্বর্ণ আর গজ-দন্ত প্রচুর প্রমাণে,
কাফি, চিনি, ধান, তুলা মিলে এই স্থানে।
দক্ষিণ অঞ্চলে উড়ে বৃটীস নিশান,
শীত গ্রীষ্ম দুই ঋতু এখানে প্রধান।
পৌষ মাসে হয় গ্রীষ্ম, আষাঢ়েতে শীত,
বরষা দুর্লভ অতি সব বিপরীত।
অসভ্য কাফরি জাতি হেথায় নিবাস,
স্বাধীনতাপ্রিয় সবে, নাহি আসে বশে।
জুলুবাসী রণপ্রিয়, সবে প্রাণ পণে,
যুঝেছিল এক বার ইংরাজের সনে।

পরাস্ত হইয়া শেষে পলাইয়া যায়,
মিত্র রাজ্য হয়ে আছে ইংরাজ কৃপায়।
তাহার উত্তরে গিনি, উর্ব্বর প্রদেশ,
অধিবাসীগণ কিন্তু অসভ্যের শেষ।
ক্রীত দাস ব্যবসার আছে প্রচলন,
সুসভ্যে বিরোধী, তবু না মানে বারণ।
আটলাণ্টিকের তীরে সেনিগ্যামবিয়া.
সেনিগল, গামবিয়া আছয়ে ব্যাপিয়া।
স্বাস্থ্যকর নহে ইহা, ফলশালী বটে,
সুরসাল ফলমূল দেয় অকপটে।
সাহার বালুকা ক্ষেত্র, ভয়ঙ্কর স্থান,
বার্ব্বারি দক্ষিণ দিকে আছে বিদ্যমান।
এরূপ বিস্তৃত মরু পৃথিবী ভিতর,
কোথা নাহি যায় দেখা, অতি ভয়ঙ্কর।
মাঝে মাঝে তৃণময় স্থান অবস্থিত,
অকুল সমুদ্র যেন দ্বীপে সুশোভিত।
নদ নদী কিছু নাই বরিষার ধারা,
তরুলতা তৃণ হীন, অতি অনুর্ব্বরা।
সাইমুম নামে এক বায়ু তথা বয়,
তাহার আঘ্রাণ মাত্র মরণ নিশ্চয়।
এহেন প্রদেশে উষ্ট্র মহামূল্যধন,
উত্তপ্ত বালুকা ক্ষেত্র করিতে বেষ্টন।
ফল ফুল ময় স্থান সৃজন যাঁহার,
ইহাও তাঁহার সৃষ্টি, কি সন্দেহ তার?

পঞ্চম অধ্যায়।

—::—

আমেরিকা।

শিষ্য। এতেক শুনিয়া গুরো! তোমার বচন,
ভগবান প্রেমে হল পুলকিত মন।
আর যদি কিছু থাকে শিখাও আমায়,
অন্য কথা শুনিবারে মন নাহি চায়।
নব মহাদ্বীপ কথা অতি মনোহর,
শুনেছি তাহার যশ ব্যাপ্ত চরাচর।
তাহার বিষয় কিছু কহ কৃপা করি,
অজ্ঞান সাগর দেব! যাই সুখে তরি।

গুরু। আমেরিকা নামে উহা খ্যাত চরাচরে,
বিস্তৃত প্রদেশ ইহা প্রশান্তের ধারে।
নদ, নদী, গিরি, গুহা বেষ্টিত এ স্থল,
প্রকাণ্ড আকার, আর চারি ধারে জল।
উত্তর, দক্ষিণ এই দুই ভাগ করি,
পানামা যোজক মাঝে আছয়ে বিস্তারি।
স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদি, নানা ফল মূল,
মিলে এই মহাদেশে; বিভব অতুল।
চারি শত বর্ষ হল মাজ্জী কলম্বাস,
এ হেন বিস্তৃত রাজ্য করেছে প্রকাশ।
জেনোবা নিবাসী সেই নাবিক প্রধান,
দুস্তর সাগরে গেল, চড়ি জলযান।
না মানিল প্রাণ ভয়, মহানন্দে শেষে,
প্রকাশি নূতন রাজ্য ফিরিলেন দেশে।
উঠিল য়ুরোপ ময় তাঁহার প্রসঙ্গ,
আসিয়া আফ্রিকা খণ্ডে লাগিল তরঙ্গ।

অসত্যের বাস ছিল এই মহা দেশে,
হারাইল স্বাধীনতা চক্ষুর নিমেষে।
য়ুরোপীয়গণ ক্রমে আসি দলে দলে,
স্থাপন করিল রাজ্য নানা ছল বলে।
বৃটীসের অধীনস্থ ইংরাজের দল,
সংখ্যায় বাড়িয়া ক্রমে হইল প্রবল।
এই উপনিবেশিক ইংরাজ সকল,
ভারতবাসীর মত নহেক দুর্ব্বল।
চাপা'ল ইংলণ্ড তথা কত করভার,
সে সব সহিতে তারা না পারিল আর।
ধর্ম্মঘট করি সবে করিল ঘোষণ,
"না দিব ইংলণ্ডে কর, না মানি শাসন।
স্বাধীন আমরা সবে ইংলণ্ড সমান,
রক্ষিতে সে স্বাধীনতা যুদ্ধে দিব প্রাণ"।
মহাবীর ওসিংটন নায়ক হইয়া,
সপ্তবর্ষ ব্যাপী রণ দিল বাধাইয়া।
ইংলণ্ড হটিয়া গেল সেই মহারণে,
জয় জয় ধ্বনি হৈল নিখিল ভুবনে।
কনগ্রেস মহা সভা করিয়া স্থাপন,
মহা সুখে রাজ্য তারা করিছে শাসন।

শিষ্য। কৃতার্থ হ'লাম গুরো! ধন্য মানি মনে,
শত শত প্রণিপাত করি ও চরণে।
এরূপ করুণা দৃষ্টি দাসের উপর,
থাকে যেন চির দিন, না হয় অন্তর।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

গুরু শিষ্য সম্বাদ বা ভূ পরিচয় (পদ্যেলিখিত) } মূল্য ... ৵১০

নব শুভঙ্করী ... ... ।০

উপরোক্ত দুই খানি পুস্তক কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট পপুলার লাইব্রেরিতে, কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারিতে ও আমার নিকট প্রাপ্তব্য। আমার নিকট হইতে দুই খানি পুস্তক একত্রে লইলে ভিন্ন ডাকমাশুল লাগিবে না।

কাঁটালপাড়া
নৈহাটী ডাকঘর } শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য।